মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও বিভিন্ন মামলার ১৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলার ৯ আসামি ও নিয়মিত মামলার ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১, নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি রয়েছে।

রবিবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই সব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (২১ আগস্ট) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিককে অভিযান, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

শর্তানুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালিয়ে শেফা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি

কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, মানুষ জীবন বাঁচাতে এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসেন। কিন্তু শেফা ক্লিনিক তাদের লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে নিজেদের মতো ব্যবসা করছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকার নিয়ম থাকলেও চুক্তিভিত্তিক ডাক্তারের মাধ্যমে চলছে কার্যক্রম। জরুরী বিভাগেও পাওয়া যায়নি নার্স কিংবা টেকনিশিয়ান। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিক কতৃপক্ষকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, রবিবার দুপুরে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিককে জরিমানা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ অফিস বার্ষিক পরিদর্শনে অতিরিক্ত ডিআইজি

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অফিস বার্ষিক এবং হিসাব শাখা ষান্মাসিক পরিদর্শন করেছেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি পিপিএম, অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস্) মোঃ হাসানুজ্জামান।

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্) আজ সকাল দশটার সময় পুলিশ অফিস বার্ষিক এবং দুপুর দুইটার সময় হিসাব শাখা ষান্মাসিক পরিদর্শন করেন। এ সময় অতিরিক্ত ডিআইজি পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে জেলা পুলিশের একটি চৌকষ দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পুলিশ অফিসে কর্মরত সকল পুলিশ-নন পুলিশ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সকলকে মনোযোগ সহকারে নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্নসহ পেশাদারিত্বের সাথে পুলিশী সেবা প্রদানে আহব্বান জানান।

উক্ত পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)

রিয়াজুল ইসলাম, ডিআইও-১, ডিএসবি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সগণ।

দর্শনা সীমান্তে ৪৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার আটক ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ৪ কেজি ৬শ গ্রাম ওজনের ছোট-বড় ৪৬টি স্বর্ণের বারসহ আরিফুল ইসলাম (৩০) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

আজ রবিবার দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বেলের মাঠের পেয়ারা বাগানের মধ্যে থেকে তাকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারি পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের মুনজুর আলী বিশ্বাসের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিএসসি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলাম পি এসসি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি দর্শনা নাস্তিপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে স্বর্নের বার পাচার হবে। খবর পেয়ে সুলতানপুর ক্যাম্পের বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার ৭৮/৬-আর হতে আনুমানিক ৪শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে নাস্তিপুর গ্রামের একটি পেয়ারা বাগানে অবস্থান গ্রহন করে। এসময় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঐ এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যাওয়ার প্রাক্কালে বিজিবি সশস্ত্র টহল দলের উপস্থিতি টেরপেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এ সময় সুলতানপুর ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার দুলাল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ আরিফুল ইসলামকে আটক করে। তার স্বীকারোক্তিতে দেহ তল্লাশি করে কোমরে পেঁচানো সাদা কাপড় দ্বারা তৈরিকৃত বেল্টের ভিতর থেকে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ছোট বড় ৪৬ টি স্বর্ণের বার একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। আটক এসব স্বর্ণের

বারের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪ কোটি টাকা।আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নায়েক সুবেদার দুলাল হক বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন এবং সোনার বারগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে ভেজাল মবিল উদ্ধার, মামলা

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের নিমতলায়আর এ পরিবহন কাউন্টারে অভিযান চালিয়ে ৫ কার্টুন ভেজাল বোতলজাত মবিলসহ হেলাল উদ্দিন(৩২) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আটক হেলাল উদ্দিনের বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামে।

১৯ আগস্ট দিবাগত রবিবার রাত নয়টার দিকে গোপন সংবাদ পেয়ে ডিবি’র ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডের নিমতলায় খুলনা থেকে মেহেরপুর রুটে চলাচলকারী আর এ পরিবহনের কাউন্টারে অভিজান চালিয়ে (৫ টিকার্টুন) ১৭৯ বোতল ভেজাল মবিল উদ্ধার করেন।

পরে পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভেজাল নিশ্চিতহওয়ার পর আজ রবিবার (২০ আগস্ট) তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুলআলম বলেন, ‘ভেজাল মবিল পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের অপরাধে হেলাল উদ্দিনের বিরুদ্ধেঅত্যাবশকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৬ ধারাতে একটি মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করাহয়েছে। হেলাল উদ্দিনের সাথে যদি আর কেউ জড়িত থাকে তবেতাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে।’

আলমডাঙ্গায় টিনের চালা কেটে চুরির মূল হোতা আরাফাত গ্রেপ্তার

টিন কেটে চুরি সিন্ডিকেটের মূল হোতা কিশোর আরাফাতকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণে এক মাদ্রাসার ভ্যানের ব্যাটারি চুরির সময় সে গণধোলাই শিকার হয়। একপর্যায়ে ওই কিশোরকে পুলিশে তুলে দেয় স্থানীয়রা।
কিশোর আরাফাত হোসেন (১৯) কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের হাসান শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন যাবৎ আবারো আলমডাঙ্গার বিভিন্ন অঞ্চলে টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা ঘটছে। এমন ঘটনায় অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ঘরের টিনের চালা কেটে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়নি। হঠাৎ এমন চুরির রহস্যের সৃষ্টি হয়।

ইতোপূর্বে গত ২ মাস পূর্বে টিন কেটে চুরির চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাত দামুড়হুদা থানার এক উপ-পরিদর্শক (এসআই)র বাড়ি থেকে বাগানের লিচু বিক্রির টাকা চুরি করে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। তারপর থেকেই আলমডাঙ্গায় টিন কেটে চুরির তৎপরতা কমলেও কিশোর আরাফাতের মা পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন।

চোর চক্রের মূল হোতা আরাফাতের তথ্য মতে, গত কয়েক মাস যাবৎ কুষ্টিয়া পোড়াদহ স্টেশন থাকা শুরু করে আরাফাত। ওখানেই বিভিন্ন অঞ্চলের কিশোরদের যোগসাজশে আরো বড় চোর চক্রের সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। সন্ধ্যার ট্রেনে আলমডাঙ্গা আসে চোরচক্রের সদস্যরা। দীর্ঘ সময় স্টেশনের অদূরে সিগনালের নিকট অবস্থান করে। রাত হলেই বেরিয়ে পড়ে চুরি করতে। রাত-ভোর চুরি করে আবারো মাঝ রাত কিংবা সকালের গোয়ালন্দ ট্রেন যোগে পোড়াদহ স্টেশনে পৌছাই তারা।

গতকাল শনিবার সকালে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কাছারি বাজার প্রাঙ্গণের দারুস সুন্নাহ নুরানি মাদ্রাসা থেকে তিনটি পাখি ভ্যানের ব্যাটারি চুরি করে। ব্যাটারি তিনটি নিয়ে যাবার সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোর্পদ করে। এলাকাবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে আরাফাতের সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে চুরি আইনে মামলা করেছে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শনে অতিরিক্ত ডিআইজি

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শন করেছেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি পিপিএম অ্যাডিশনাল ডিআইজি (অপারেশনস) মোঃ হাসানুজ্জামান। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় জেলা পুলিশের সদর কোর্ট বার্ষিক পরিদর্শন করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে কোর্টে কর্মরত পুলিশ পরিদর্শকসহ উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের কর্মপরিবেশ, হাজতখানা, মালখানা, আবাসন, লজিস্টিক, কল্যাণের পাশাপাশি নিজেদের উপর অর্পিত সরকারী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন এবং কোর্টের রেজিস্টার সমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সকলকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা, পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্ট মোঃ মারুফ হোসেন চুয়াডাঙ্গাসহ পুলিশ কোর্টের অফিসার ও ফোর্সগণ।

দর্শনায় বিএনপির ৮ নেতাকর্মী আটক

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে বহুল আলোচিত নাসিম সহ বিএনপির ৮ সক্রিয় নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে দর্শনা থানাধীন এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করে।

আটককৃত আসামীরা হলেন জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার

মেমনগর গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ন আহব্বায়ক ও দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য এবং দর্শনা সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক ক্রীয়া সম্পাদক লুৎফর রহমান (৫১), দর্শনা মোবারকপাড়ার নজির আহম্মেদের ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য এবং তথ্য সরবরাহকারী নাসিম আহম্মেদ (৪০), দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য আমজাদ হোসেন (৫০), দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত তাঁরা চাঁদ মন্ডলের ছেলে পৌর যুবদলের আহব্বায়ক কমিটির সদস্য ইস্রাফিল হোসেন (৪৬), বলদিয়া গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য আব্দুল মোতালেব (৪৮), চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের মৃত আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে ৫নং বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৩নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারী ইস্রাফিল (৫৯), একই গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য মোজাম্মেল হোসেন (৩৫), হিজলগাড়ি গ্রামের হাজী মীর লিয়াকত আলীর ছেলে বিএনপির সক্রিয় সদস্য মানিক মিয়াকে
(৪২) দর্শনা থানা পুলিশ তাদের নিজ,নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেন। তাদের বিরুদ্ধে থানার ১৫(৩)/২৫ডি বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪; তৎসহ ৪/৬ বিস্ফোরক পদার্থ আইন ১৯০৮ ধারার সন্ধিগ্ধ আসামী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। যার মামলা নং-২৫।

মুজিবনগরে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার প্রস্ততিকালে যুবক আটক

মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার সময় রফিকুল ইসলাম (৩২) নামের এক যুবককে আটক করেছে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আটক রফিকুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের ফেরদৌস আলী ওরফে মেন্তার ছেলে।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১০ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামের গরিসূতা মাঠের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০০/৬ এস এর নিকট ৫০ গজ

বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে তাকে ধাওয়া দিয়ে আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র ডি কোম্পানীর আনন্দবাস সীমান্ত ফাঁড়ির নায়েক মো: সাইফুজ্জামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে আটক করেন।

পাসপোর্ট আদেশ ১৯৭৩ এর ১১(১)(গ) ধারায় অপরাধ করায় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বিজিবি বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় পাসপোর্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে চুরির মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের পৃথক দুটি অভিযানে চুরির মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বাঙ্গালপাড়ার মনির উদ্দীনের ছেলে বাবুল হুসাইন (৪১) ও একই গ্রামের যাদখালিপাড়ার আমলেছ খাঁর ছেলে কালু (৩৩)।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) বিকালের দিকে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এই দুই চোরকে গ্রেফতার করেন। এসময় চুরি যাওয়া বিভিন্ন মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

অপরদিকে দুপুরের দিকে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল গাফ্ফার সঙ্গীয় ফোর্সসহ কুতুবপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই গ্রামের বানি আমিনের ছেলে হেলাল হোসেন (৩৭) ও আক্কাছ আলীর ছেলে শামীম রেজাকে গ্রেফতার করেন। তাদের নামে মেহেরপুর সদর থানায় চুরির অভিযোগে মামলা নং ৩৫।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।